আসুন তাওবা করি

15th Shaban 1442 / 29 March2021

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (মু'জামু কবীর, ৩/৮২, নম্বর ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামু কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া যে, আজ শবে বরাত, ☆ শবে বরাত খুবই মহত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ রাত, ☆ এই রাতে **আল্লাহ পাক** অধিকহারে দয়া বর্ষণ করে থাকেন, ☆ গুনাহ মিটিয়ে দেন, ☆ রহমতের বর্ষণ অবতীর্ণ করেন, ☆ দানের দরজা খুলে দেন এবং প্রার্থনাকারীদের বিপদাপদ এবং বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ করে দেন। আজকের বয়ানে শবে বরাত সম্পর্কে কিছু শ্রবন করার পাশাপাশি তাওবার ফযিলত ও বরকত, কোরআন ও হাদীসে তাওবার গুরুত্ব, সত্যিকার তাওবার দাবী এবং তাওবাকারীর ঘটনাবলীও শুনবো, আহ! আমাদের

যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শবে বরাতের নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিজরী দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ এবং অনেক বড় আলিমে দ্বীন, হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শবে বরাতের চারটি নাম: لَيْلَةُ الْمُبَارَكَة (বরকতময় রাত), لَيْلَةُ الْبَرَاءَة (মুক্তির রাত), لَيْلَةُ الصَّك (নথিভুক্তির রাত), لَيْلَةُ الرَّحْمَة (রহমতময় রাত)।

আরো বলেন: একে لَيْلَةُ الْبَرَاءَة ও لَيْلَةُ الصَّك (মুক্তি ও নথিভুক্তির রাত) এর জন্য বলা হয় যে, যখন ব্যবসায়ী মালিক থেকে তার শষ্য সংগ্রহ করে নেয় তখন এর জন্য মুক্তিনামা লিখে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাক** এই রাতে **তাঁর** মুমিন বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির মুক্তিনামা লিখে দেন। (মাজমুউ রাসাইলিল আলামাতিল মুল্লা আলী কারী, আর রিসালাতু: আত তাবইয়ানু ফি বয়ানু মাফি লাইলাতিন নিসফু মিন শা'বান, ৩/৪১)

ফয়সালার রাত

মনে রাখবেন! শবে বরাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ফয়সালার, গুনাহ ক্ষমা করানোর, আমলনামা পরিবর্তনের, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থাপিত হওয়ার, **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করার, নেক আমল করার, ইবাদত করার, ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনার, জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জনের এবং রহমত অর্জনের রাত, এটি ঐ রাত, যাতে **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

একবার আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শা'বানুল মুয়াযযমের পনের তারিখ রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন। মাথা উঠালে তখন একটি "সবুজ চিরকুট" পেলেন, যার নূর (আলো) আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, এতে লিখা ছিলো "هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ لِعَبْدِهٖ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ" অর্থাৎ খোদায়ে মালিক ও গালিবের পক্ষ থেকে এটি "**জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সমন**" যা এই বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে প্রদান করা হলো।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২৫তম পারা, আদ দুখান, ২য় আয়াতের পাদটিকা, ৮/৪০২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, শবে বরাত সৌভাগ্যবান বান্দাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি নসীব হওয়া এবং অসীম ফযিলত ও মহত্বপূর্ণ রাত, অতএব কোন অবস্থাতেই এতে অলসতায় অতিবাহিত করবে না, কেননা এই মুবারক রাতে **আল্লাহ পাক** বনী কলবের ছাগল পালের লোমের চেয়েও বেশি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। কিতাবে লিখা রয়েছে: বনী কলব গোত্র আরবে সবচেয়ে বেশি ছাগল পালন করতো।

মনে রাখবেন! অনেক দূর্ভাগা এই রাতেও **আল্লাহর** রহমত থেকে বঞ্চিত এবং গুনাহে লিপ্ত থাকে, তাছাড়া মাগফিরাতের ন্যায় মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে।

ক্ষমা থেকে বঞ্চিত লোক

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার নিকট জিব্রাঈল আমীন আসলো এবং আর আরয করলো: এটি

শা'বানের পনেরতম রাত, এতে **আল্লাহ পাক** জাহান্নাম থেকে এত মানুষকে মুক্ত করে দেন, যত বনী কালবের ছাগলের লোম রয়েছে, কিন্তু শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, অহঙ্কারের কারণে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা ব্যক্তি, পিতামাতার অবাধ্যতাকারী এবং মদ পানে অভ্যস্তের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদীস ৩৮৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, ✯ পিতামাতাকে কষ্ট প্রদান করা থেকে বিরত থাকা, ✯ অপর ইসলামী ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা নিজের অন্তর থেকে বের করে দেয়া, ✯ অহঙ্কার থেকে সর্বদা বাঁচার চেষ্টা করা। ✯ দুনিয়ার রঙ তামাশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, ✯ গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্না করা, ✯ **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকা, ✯ নামায কাযা করা ছেড়ে দেয়া, ✯ যেসকল নামায ছুটে গেছে তার কাযা করা, ✯ যাদের মনে কষ্ট দেয়া হয়েছে তাদের থেকেও ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ✯ যাদের সম্মানহানি করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ✯ যাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ✯ যাদের হক ক্ষুন্ন করা হয়েছে, তাদের থেকে হক ক্ষমা করিয়ে নেয়া, ✯ যদি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়ে থাকে তবে তা পরিশোধ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা, ✯ যত মিথ্যা বলা হয়েছে তা থেকে তাওবা করা, ✯ বিনা কারণে গীবত ও চুগলী করে মনে কষ্ট দেয়া হয়েছে তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ✯ যাদেরকে জেনে শুনে কষ্ট দেয়া হয়েছে তাদের থেকে ক্ষমা চাওয়া, মোটকথা! নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা। এমন যেনো না হয় যে, এই তাওবা কবুলের রাতও অতিবাহিত হয়ে গেলো আর আমরা আমাদের মাগফিরাত করাতে পারিনি এবং আপন **প্রতিপালক**কে সন্তুষ্ট করতে পারিনি, অতএব আজই তাওবা

করে নিন। কেননা আমাদের **প্রতিপালক তাঁর** বান্দাদের তাওবা কবুল করার ওয়াদা **তাঁর** পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন।

৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার ৩৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوْبُ عَلَیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۹﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে **আল্লাহ** আপন অনুগ্রহ সহকারে তার প্রতি ফিরে চাইবেন। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: তাওবা খুবই উন্নত ও অনন্য একটি বিষয়, যত বড় গুনাহই হোক না কেন, যদি তা থেকে তাওবা করে নেয়া হয় তবে **আল্লাহ পাক তাঁর** হক ক্ষমা করে দেন আর তাওবাকারীকে আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে দেন।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৬ষ্ঠ পারা, সূরা মায়েদা, ৩৯নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৩০)

শিক্ষা অর্জন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! তাওবা করা খুবই উত্তম এবং পছন্দনীয় কাজ, **আল্লাহ পাক** তাওবাকারীকে অনেক পছন্দ করেন, যে ব্যক্তি সত্যিকার তাওবা করে, তাকে **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে নেয়ামত দ্বারাও ধন্য করা হয়, তাওবাকারী **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যায়, কিন্তু আফসোস! এরূপ নেয়ামতের পরও আমরা আমাদের প্রতিপালকের অবাধ্যতায় লিপ্ত আছি আর তাওবা করতে বিভিন্ন বাহানায় দেরী করছি। অথচ প্রতিদিন জানিনা কতজনের মৃত্যুর সংবাদ শুনছি, যেমন; অমুক ক্যান্সারের রোগী ছিলো, মারা গেলো, অমুক হার্ট এ্যটাকে হঠাৎ মারা গেলো, অমুক রাতে খুশি খুশি ঘুমিয়েছিলো কিন্তু সকালে আর

চোখ খুললো না, অমুক কালই টেষ্ট করিয়ে এসেছে কিন্তু আজ জীবন সংগ্রামে হেরে গেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হোন ✯ আমাদের নিজেদের ঘোষনা হওয়ার পূর্বেই ✯ লোকেরা আমাদেরকে কাঁধে উঠিয়ে অন্ধকার কবরে দাফন করার জন্য যাওয়ার পূর্বেই ✯ মরহুম বলে ডাকার পূর্বেই ✯ জানাযার নামাযের অপেক্ষা করার পূর্বেই ✯ আমরাও অন্তিম মুহুর্তের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই ✯ রূহ বের হওয়ার কষ্টে আমাদের শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই ✯ মৃত্যুর ফিরিশতা ঘিরে নেয়ার পূর্বেই ✯ হতাশার ও আফসোস আমাদেরকে ঘিরে নেয়ার পূর্বেই ✯ তাওবার দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করে নিন, **তাঁর** দরবারে অশ্রু বর্ষন করুন, কেঁদে কেঁদে নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং **তাঁর** দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নিন, কেননা তিনি তাওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন এবং তাওবাকারীকে অনেক ভালবাসেন।

২য় পারা সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیۡنَ
(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** অধিক তাওবাকারীকে পছন্দ করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাক** তাওবাকারীকে ভালবাসেন, আমরা দিনে রাতে **তাঁর** অবাধ্যতা করি কিন্তু **তিনি** শাস্তি দেয়াতে তাড়াহুড়ো করেন না, নিঃসন্দেহে এটা **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ, অনুরূপভাবে এটাও **তাঁর** দয়া যে, গুনাহ করার পরও **তিনি**

আমাদেরকে অপমানিত করেন না বরং আমাদের গুনাহকে গোপন রাখেন, **তিনি** আমাদেরকে সুস্থ্যতা ও নিরাপত্তা প্রদান করেন, বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে থাকেন, ধন সম্পদ এবং রিযিক দান করার পাশাপাশি আমাদেরকে তাওবার দিকে আহ্বান করেন, নিজের অলসতার প্রতি অনুশোচনা প্রকাশ করার উৎসাহ প্রদান করেন, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করার ওয়াদাই শুধু নয় বরং নিজের প্রিয় বানানোর সুসংবাদ দ্বারাও ধন্য করেন এবং যখন কেউ **তাঁর** দরবারে নত হয়ে যায়, নিজের অলসতার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করে এবং তাওবা করে নেয় তখন দয়ালু **প্রতিপালক** তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঘটনা শুনি।

তাওবাকারী মুমিনের উদাহরণ

হযরত শেহের বিন হাওশাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর হাওয়ারিদের সাথে বসে ছিলেন, হঠাৎ একটি পাখি যার ডানায় মুক্তা ও ইয়াকুত লাগানো ছিলো এবং তা অন্যান্য সকল পাখির চেয়ে সুন্দর ছিলো, এসে তাঁর সামনে লুটোপুটি করতে লাগলো, যার ফলে তার চামড়া ছিলে গেলো এবং তা খুবই কুৎসিত লালচে টাকের মতো দেখতে লাগলো, অতঃপর সে একটি নালার নিকট এলো আর কাদায় লুটোপুটি খেতে লাগলো, যার ফলে সে কালচে এবং আরো কুৎসিত হয়ে গেলো, এরপর সে বহমান পানির নিকট এলো এবং তাতে গোসল করলো তখন তার সৌন্দর্য ফিরে এলো আর পূর্বের ন্যায় সুন্দর দেখা গেলো। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তা দেখে বললেন: এই পাখিটিকে তোমাদের নিকট নিদর্শন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, মুমিনের উদাহরণ এই পাখিটির ন্যায়ম যখন সে গুনাহে লিপ্ত থাকে তখন তার থেকে তার

সৌন্দর্য চলে যায় অতঃপর যখন সে তাওবা করে তখন এর বরকতে গুনাহের কালো দাগ দূর হয়ে যায় এবং তার সৌন্দর্য ফিরে আসে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৬০, নম্বর ৭৭৮৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, যেমনিভাবে পাখিটি কাদায় লুটোপুটি খাওয়ার পর পানিতে গোসল করে পরিস্কার পরিছন্ন হয়ে যায়, তার সৌন্দর্য ফিরে আসে, তেমনিভাবে ঈমানদারের তাওবার মাধ্যমে গুনাহের কালো দাগ দূর হয়ে যায়, তাওবা করাতে গুনাহ ধুয়ে যায় এবং ঈমানের নূর ফিরে আসে, কেননা তাওবার পরিবর্তে ভূলক্রুটি মিটিয়ে দেয়া, গুনাহের ক্ষমা এবং জান্নাতের ন্যায় মহান নেয়ামত দান করার ওয়াদা তো **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কালামে করেছেন, যেমনটি ২৮তম পারা সূরা তাহরিমের ৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

(পারা ২৮, সূরা তাহরিম, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহর** প্রতি এমন তাওবা করো যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায় অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের **রব** তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ওই বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করীমায় تَوْبَةً النَّصُوْحَ (তাওবাতুন নাসুহা) এর উল্লেখ রয়েছে। আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে "تَوْبَةً نَّصُوْحًا" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন ব্যক্তি নিজের কোন খারাপ আমল থেকে এমন তাওবা করা যে, অতঃপর আর কখনোই সেই গুনাহে লিপ্ত হলো না।

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "تَوۡبَۃً نَّصُوۡحًا" হলো এমন তাওবা, যার দ্বারা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ২৮তম পারা, আত তাহরিম, ৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২২৭)

তাওবার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সত্যিকার তাওবার অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, ✯ সত্যিকার তাওবা **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে প্রদত্ত অনেক বড় একটি নেয়ামত, ✯ গুনাহকে ধোয়ার পানি। ✯ **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। ✯ **আল্লাহর** রহমত অবতীর্ণের উপায়। ✯ গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। ✯ জাহান্নাম থেকে বাঁচায়। ✯ **আল্লাহর** গযব থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ✯ দুনিয়ার দুঃখ কষ্টও দূর করে দেয়। ✯ আখিরাতের বিপদকেও নির্মূল করে দেয়। ✯ মানুষের বাতিনকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। ✯ সত্যিকার তাওবাকারী **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় ও ✯ তার জন্য ফিরিশতারাও ইস্তিগফার করতে থাকে। মোটকথা! সত্যিকার তাওবা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারীতার উপলক্ষ্য। আসুন! সত্যিকার তাওবাকারীদের কিছু ঘটনা এবং তা থেকে অর্জিত পয়েন্ট শুনি, যাতে আমাদেরও সত্যিকার তাওবা করার মানসিকতা অর্জন হয়।

এক যুবকের অনন্য তাওবা

হযরত রাবীয়া বিন ওসমান তাইমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এক ব্যক্তি খুবই গুনাহগার ছিলো, তার দিনরাত **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় কাটতো, সে গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তার

সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করলেন এবং তার অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করে দিলেন যে, নিজেকে নিয়ে ভাবো, তুমি কোন পথে চলছো, **আল্লাহ পাক** যখন **তাঁর** কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাকে বোধশক্তি এবং গুনাহের প্রতি অনুশোচিত হবার তৌফিক দান করেন। তার উপরও **আল্লাহ পাক** দয়া করলেন এবং সে নিজের গুনাহের জন্য অনুশোচিত হলো, উদাসীনতার পর্দা চোখ থেকে সরে গেলো, সে ভাবতে লাগলো যে, অনেক গুনাহ হয়ে গেছে, এবার **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করে নেয়া উচিৎ।

অতএব সে তার স্ত্রীকে বললো: আমি আমার সমস্ত গুনাহের প্রতি খুবই অনুতপ্ত এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করছি, তিনি অতিশয় দয়ালু, অশেষ করুণাময়, আমার গুনাহ সমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। এখন আমি এমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সন্ধানে বের হচ্ছি, যিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করবেন।

এই বলে সেই ব্যক্তি মরুভূমির পাশ দিয়ে যেতে লাগলো। যখন এক নির্জন জায়গায় পৌঁছলো তখন জোড়ে ডাকতে লাগলো: হে জমিন! তুমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার জন্য সুপাশিকারী হয়ে যাও, হে আসমান! তুমি আমার সুপারিশকারী হয়ে যাও, হে **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতারা! তোমরাই আমার জন্য সুপারিশ করো। সে অজোড়ে কান্না করতে লাগলো, প্রতিটি বস্তুকেই বলতে লাগলো: তুমি আমার জন্য সুপারিশ করো, আমি এখন আমার গুনাহের প্রতি ভীষণ লজ্জিত আর সত্য মনে তাওবা করেছি। সেই ব্যক্তি এভাবে অনবরত চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগলো, অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে মাটিতে অধঃমুখে পড়ে গেলো, তার এই কান্নাকাটি এবং গুনাহের প্রতি অনুশোচনার এই

ধরনটি কবুল হয়ে গেলো এবং তার নিকট একজন ফিরিশতা পাঠানো হলো, যে তাকে উঠিয়ে নিলো, তার মাথা থেকে ধুলা-বালি ইত্যাদি পরিস্কার করে দিলে এবং বললো: হে দয়ালূ **আল্লাহর** বান্দা! তোমার জন্য সুসংবাদ যে, তোমার তাওবা **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে গেছে। এতে সে খুবই আনন্দিত হলে এবং বলতে লাগলো: **আল্লাহ পাক** আপনাকে দয়া করুন, **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার জন্য কে সুপারিশ করবে? সেখানে আমার সুপারিশকারী কে হবে? ফিরিশতা উত্তর দিলো: তোমার **খোদাভীরুতাই** মেন আমল যা তোমার জন্য সুপারিশকারী হবে এবং তোমার এই আমলই **আল্লাহ পাকের** দরবারে তোমার পক্ষে সুপারিশ করবে। (উয়ুনুল হিকায়াত, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা তাওবাকারীর ঘটনা শুনছিলাম, আসলেই তাওবা একটি অনন্য আমল এবং বান্দা যখন তাওবা করে, **আল্লাহ পাক** সেই বান্দার প্রতি অতিশয় দয়া করে থাকে, তার গুনাহ ক্ষমা করে তাকে আপন মাহবুব বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দেন। আসুন! তাওবাকারী এক যুবকের প্রতি **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষনের আরো একটি ঘটনা শুনি।

গুনাহগার যুবকের তাওবা

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমি জঙ্গলের দিকে বের হলে তখন পথে আমি দেখলাম যে, চারজন লোক একটি লাশ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে, হয়তো তারা একে হত্যা করেছে এবং লাশ গোপন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমি

তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: **আল্লাহ পাকের** যে হক তোমাদের উপর রয়েছে, তা সমানে রেখে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমরা কি নিজেরাই একে হত্যা করেছো নাকি অন্য কেউ? আর এখন তোমরা লাশ গোপন করার জন্য কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তারা উত্তর দিলো: আমরা না তো একে হত্যা করেছি আর না সে হত্যা হয়েছে বরং আমরা হলাম শ্রমিক আর তার মা আমাদেরকে পারিশ্রমিক দিবেন, তিনি এর কবরের পাশে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, আসুন আপনিও আমাদের সাথে আসুন। আমি কৌতূহলের বশত তাদের সাথে চলে গেলাম। আমরা কবরস্থানে পৌঁছলে দেখলাম যে, আসলেই একটি নতুন খনন করা কবরের পাশে এক বৃদ্ধ মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আম্মাজান! আপনি আপনার সন্তানের লাশকে দিনের বেলায় কোন এখানে নিয়ে আসেননি যাতে অন্যান্য লোকেরাও তার কাফন দাফনে অংশগ্রহন করতো? তিনি বললেন: এই লাশটি আমার কলিজার টুকরোর, আমার এই সন্তান মদ্যপায়ী ও গুনাহগার ছিলো, সর্বদা মদপান ও গুনাহের চোরাবালিতে ডুবে থাকতো। যখন তার মৃত্যু সন্নিকটে এলো তখন সে আমাকে ডেকে তিনটি বিষয় অসীয়ত করলো: (১) যখন আমি মারা যাবো তখন আমার গর্দানে রশি বেঁধে বাড়ির চারিদিকে টানবে আর লোকদেরকে বলবে: গুনাহগার ও অবাধ্যের এটাই শাস্তি। (২) আমাকে রাতের বেলা দাফন করবে, কেননা দিনের বেলায় যেই আমার লাশ দেখবে আমাকে অভিশাপ দিবে। (৩) যখন আমাকে কবরে রাখবে তখন আমার সাথে তোম একটি সাদা চুলও রেখে দিও, কেননা **আল্লাহ পাক** সাদা চুলকে লজ্জা করেন, হয়তো তিনি আমাকে এর কারণে আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিবেন। যখন যে মারা গেলো তখন আমি তার গলায় রশি বাধলাম এবং তাকে টানতে

লাগলাম, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: হে বৃদ্ধা! তাকে এভাবে টেনো না, **আল্লাহ পাক** তার গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়া এবং তাওবার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যখন আমি এই বৃদ্ধা মহিলার এই কথাটি শুনলাম তখন আমি লাশের পাশে গেলাম, তার জানাযার নামায পড়লাম অতঃপর তাকে কবরে দাফন করে দিলাম। আমি সেই বৃদ্ধা মার মাথার একটি সাদা চুলও তার সাথে কবরে রেখে দিলাম। যখন আমরা তার কবর বন্ধ করছিলাম তখন তার শরীর নড়ে উঠলো এবং তার হাত কাফন থেকে বাইরে বের হয়ে উঁচু হয়ে গেলো আর চোখ খুলে গেলো। আমি তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেলো কিন্তু সে মুচকি হেসে বললো: হে শায়খ! আমার **প্রতিপালক** অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালূ, **তিনি** নেককারদেরও ক্ষমা করে দেন এবং গুনাহগারদেরও ক্ষমা করে দেন। একথা বলে সে সর্বদার জন্য চোখ বন্ধ করে নিলো। (হেকায়াতিস সালেহিন, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আমাদের **প্রতিপালক** অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালূ এবং এটা **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহ আর আপন বান্দাদের প্রতি মহান রহমত যে, গুনাহের পর তাওবা করাতে ক্ষমা করে দেন আর মৃত্যু পর্যন্ত তাওবা কার সুযোগ প্রদান করেন, তাইতো আমাদের তাওবার করাতে অলসতা করা উচিৎ নয় বরং এখনই সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়া উচিৎ, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাওবার অসংখ্য ফযিলত এবং এতে অর্জিত নেয়ামতের বর্ণনা করেছেন। আসুন! তাওবা করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা পেতে তাওবার ফযিলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি (৩) বাণী শ্রবণ করি:

তাওবার ফযিলত

১. ইরশাদ করেন: اَلتَّآئِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেনো গুনাহই করেনি اَلتَّآئِبُ حَبِيْبُ اللهِ তাওবাকারী **আল্লাহ পাকের** বন্ধু। (নাওয়াদিরুল উসুলম ২/৭৬০, হাদীস ১০৩০)

২. ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** অবাধ্যতাকারীর জন্য রাতদিন তাওবার পাশাপাশি নিজের রহমতের হাত প্রসারিত করে রেখেছেন, এমনকি সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, ১১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯৮৯)

৩. ইরশাদত করেন: যদি তোমারা এত গুনাহ করো যে, তা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর তোমরা তাওবা করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমাদের তাওবা অবশ্যই কবুল করবেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৯০, হাদীস ৪২৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, তাওবার কিরূপ ফযলিত ও বরকত রয়েছে, নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান হলো সেই, যে গুনাহের উপর অটল থেকে বারবার গুনাহ করার পরিবর্তে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, কেননা তাওবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অনেক বড় বোকামি, মুসলমানের শান হলো যে, যদি তাদের থেকে কোন গুনাহ হয়ে যায়, তবে সে আবারো তাওবা করে নেয়, মোটকথা! বারবার তাওবা করা ঈমানে দাবীগুলোর মধ্যে একটি দাবী, অতএব আমাদের উচিৎ যে, আজই সত্য অন্তরে তাওবা করে নেয়া এবং নেকীর উপর অটল থাকা, কেননা তাওবাকারীর জন্য জান্নাতের ন্যায় মহান নেয়ামতের সুসংবাদ তো আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন।

জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বান্দা গুনাহ করে, অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করে আর এতে অটল থাকে তবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতিটি নেক আমল কবুল করে নেন এবং তার থেকে হওয়ার প্রতিটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন ও (ক্ষমা হয়ে যাওয়া) সমস্ত গুনাহের পরিবর্তে জান্নাতে তার একটি উচ্চ মর্যাদা দান করে দেন এবং **আল্লাহ পাক** তার প্রতিটি নেকীর পরিবর্তে তাকে জান্নাতে একটি প্রাসাদ দান করেন। (বাহরুদ দুমু, ২১ পৃষ্ঠা)

তাওবা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওবার ফযিলত ও বরকত এবং তাওবার কারণে পাওয়া নেয়ামতের ব্যাপারে শুনে নিঃসন্দেহে আমাদেরও তাওবা করার মানসিকতা তৈরী হয়েছে হয়তো। যেমনিভাবে প্রতিটি কাজের কিছু চাহিদা থাকে, তেমনিভাবে সত্যিকার তাওবারও কিছু চাহিদা রয়েছে, এর কিছু শর্তাবলী রয়েছে, যতক্ষণ এই শর্তাবলী পাওয়া যাবে না সত্যিকার তাওবা বলা হবে না। সাধারনত আমাদের এখানে তাওবা বলতে বুঝায় যে, কিছু ভূল কাজ হয়ে গেলে সাথেসাথে اَسْتَغْفِرُ الله পাঠ করে নিলো বা নিজের মাতৃভাষাতেই হাসতে হাসতে কোন প্রকাশ্য অনুশোচনা ব্যতীত **আল্লাহ পাকের** দরবারে কিছু বলে দেয়, অথবা কানে হাত লাগিয়ে নেয় এবং তাওবা তাওবা করতে থাকে।

সত্যিকার তাওবা কাকে বলে?

অথচ সত্যিকার তাওবার জন্য তিনটি শর্তাবলী থাকা জরুরী। যদি এই শর্তাবলী পাওয়া না যায় তবে এতে সত্যিকার তাওবা বলা হবে না, সেই তিনটি শর্তাবলী কি কি, আসুন! শুনি:

(১) যে গুনাহ করেছে তার জন্য লজ্জিত হতে হবে। (২) তাওবার করার সময় এই গুনাহ বর্জন করাও পাওয়া যেতে হবে। (৩) ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। (মিনহুর রউযুল আনহার, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: সত্যিকার তাওবার অর্থ হলো যে, গুনাহ যেহেতু তার **প্রতিপালকের** অবাধ্যতা ছিলো, তা **প্রতিপালকের** অবাধ্যতা মনে করে লজ্জিত হওয়া এবং তা সাথেসাথে ছেড়ে দেয়া আর ভবিষ্যতে কখনোই সেই গুনাহর নিকটেও না যাওয়ার সত্য অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা, এর ক্ষতিপূরণে যা করার তা করা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়, ২১/১২১)

প্রত্যেক গুনাহের তাওবা একই ধরনের নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! প্রত্যেক গুনাহের তাওবা একই ধরনের নয়, কিছু গুনাহ এমন হয়ে থাকে যার ক্ষতিপূরণও দেয়া আবশ্যক হয়ে থাকে, যেমন; যদি নামায কাযা করে, রমযানের রোযা না রাখে, ফরয যাকাত আদায় না করে, হজ্জ ফরয হওয়ার পরও না করে, তবে তা থেকে তাওবা হলো যে, নামায রোযার কাযা করা, যাকাত আদায় করে দেয়া, হজ্ব করা এবং লজ্জিত ও অনুশোচনা সহকারে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের ভূলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। অনুরূপভাবে যদি কান, চোখ, জিহ্বা, পেট, হাত এবং অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা এমন গুনাহ করেছে, যার সম্পর্ক **আল্লাহর** হকের সাথে, যেমন; বেপর্দা হওয়া, কোরআনে করীমকে অযু বিহীন হাত লাগানো, গান বাজনা শুনা ইত্যাদি, এর থেকে তাওবা হলো যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের এই সকল গুনাহ সমূহ স্বীকার করা, এই গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কিছু না কিছু নেক আমল করা,

কেননা তা গুনাহকে মুছে দেয়। যদি অন্য ইসলামী ভাইয়ের হক ক্ষুন্ন করা হয়, কারো মনে কষ্ট দেয়া হয় বা কারো গীবত করা হয়, কারো প্রতি অপবাদ লাগানো হয় বা কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া হয় তবে দ্রুত ক্ষমা ছেয়ে নিন এবং আজই **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে মাগফিরাতের সমন অর্জন করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয় কবুল না হওয়ার ১০টি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমরা প্রতিদিন দূর্ঘটনা ও হঠাৎ মৃত্যু শিক্ষণীয় ঘটনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহন করার পরিবর্তে দিনরাত **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। মনে রাখবেন! যেমনি তাওবা করার অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, তেমনি গুনাহে লিপ্ত থাকা এবং তাওবা না করার আপদও রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: নিশ্চয় গুনাহকারীর অন্তর কালো হয়ে যায় এবং অন্তর কালো হওয়ার নির্দশন ও চিহ্ন হলো যে, গুনাহের প্রতি আতঙ্ক না হওয়া, আনুগত্যের সৌভাগ্য অর্জন না হওয়া এবং উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করা। হে নিকটতম! তোমরা কোন গুনাহকেই নগন্য মনে করো না। (মিনহাজুল আবেদিন, ২৪ পৃষ্ঠা) গুনাহের আধিক্যের কারণে বর্ণনাকৃত অভিশাপ ছাড়াও দোয়া কবুল না হওয়াও অনেক বড় অভিশাপ।

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা দেখলে ভক্তি সহকারে তার চারপাশি জড়ো হয়ে গেলো এবং আরয করতে লাগলো: হুযুর! **আল্লাহ পাক তাঁর** সন্দেহাতীত

কিতাব কোরআনে করীমে ইরশাদ করেছেন: اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (পারা ২৪, মুমিন, ৪০) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমার নিকট দোয়া করো, আমি কবুল করবো)। আমরা অনেকদিন যাবত দোয়া করছি, কিন্তু কবুল হতে দেখা যাচ্ছে না।

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ১০টি কারণে তোমাদের অন্তর মৃত হয়ে গেছে।

তোমরা **আল্লাহ পাক**কে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মান্য করো কিন্তু **তাঁর** হক আদায় করো না (অর্থাৎ **তাঁর** আনুগত্য করো না), কোরআনে পাকের তিলাওয়াত তো করো কিন্তু এর উপর আমল করো না, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবী করেও রাসূলের সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, শয়তানের সাথে শত্রুতার দাবী করো আর তারই অনুসরন করো, জান্নাতে যাওয়া পছন্দ করো কিন্তু তা অর্জনের কোন আমল করা পছন্দ করো না, জাহান্নামের ভয়কে স্বীকার করো কিন্তু নিজেকে তাতে নিক্ষেপের আমল করো, মৃত্যু সত্য বলে বিশ্বাস রাখো কিন্তু তবুও এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহন করছো না, অন্যের দোষ অন্বেষনে ব্যস্ত রয়েছে আর নিজের দোষকে দেখছো না, **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত খাও কিন্তু **তাঁর** কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না, নিজের মরহুমদেরকে নিজের হাতেই কবরে রাখছো কিন্তু তবুও শিক্ষা অর্জন করছো না। (অতঃপর নিজেই ভাবো! তোমাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে?) (ওয়াফইয়াতুল আয়ান, ১/৩৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭২টি নেক আমলের অভ্যাস গড়ুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দোয়া কবুল না হওয়ার ১০টি কারণ বর্ণনা করেছেন, আমরা যদি ভাবি

তবে হয়তো এমনও কোন কারণ আছে আমাদের মাঝে পাওয়া যায়। অতএব যদি আমরাও চাই যে, **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাক এবং আমাদের দোয়া সমূহ কবুল করুক তবে এর জন্য আমাদের সত্য অন্তরে তাওবা করা উচিৎ। তাওবা করার একটি পদ্ধতি এটাও যে, ৭২টি নেক আসল নামক পুস্তিকা পূরণ করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা এই পুস্তিকায় গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

নেক আমল নম্বর ২৮: আপনি কি আজ مَعَاذَ الله গুনাহ হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাথেসাথেই তাওবা করেছেন? (আহ! যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০বার ইস্তিগফার অর্থাৎ ৭০বার اَسْتَغْفِرُ الله পাঠ করা নসীব হয়ে যায়।)

আহ! এই নেক আমলের উপর আমল করার পাশাপাশি যদি অন্যান্য সুন্দর সুন্দর নেক আমলের উপরও প্রতিদিন আমল ও নিজেকে যাচাই করার মহান সৌভাগ্যও নসীব হতে থাকে।

সালাতুত তাওবা পড়ার অভ্যাস গড়ে নিন

তাওবার অভ্যাস গড়ার আরো একটি মাধ্যম হলো প্রতিদিন দুই রাকাত সালাতুত তাওবার নফল নামায পড়া, অতএবং সালাতুত তাওবা আদায় করাকে নিজের অভ্যাস পরিনত করুন, সালাতুত তাওবা পড়ার পর **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা এবং **আল্লাহ পাকে**র দয়া সমূহ, নিজের দূর্বলতা এবং জাহান্নামের আযাবকে স্মরণ করে অশ্রু প্রবাহিত করুন, যদি কান্না না আসে তবে কান্না করার ন্যায় আকৃতি বানিয়ে নিন। এরপর তাওবার শর্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এভাবে দোয়া করুন: **হে আমার মালিক!** তোমার এই অবাধ্য বান্দা, যার প্রতিটি অংশ গুনাহের সাগলে নিমজ্জিত, তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়েছি, **হে দয়ালু আল্লাহ!** আমি স্বীকার করছি যে, আমি দিনের

আলোয়, রাতের অন্ধকারে, লুকিয়ে লুকিয়ে, সবার সামনে, জেনেশুনে এবং না জেনে তোমার অবাধ্যতা করেছি। নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করাতে কোন অপূর্ণ রাখিনি, কিন্তু **হে মাওলা!** তুমি হলে **গাফুরুর রহীম**, তুমি বান্দার প্রতি ঐ মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালূ, যে তার সন্তানের প্রতি মমতা পোষণ করে, যদি তুমি আমার গুনাহের কারণে গ্রেফতার করো তবে আমাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে, যার আযাব মুহুর্তের জন্যও সহ্য করার ক্ষমতা আমার মাঝে নেই। আমি সত্য অন্তরে তোমার দরবারে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করছি, **হে আল্লাহ পাক!** আমি অক্ষমের প্রতি দয়া করো, আমার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে সত্যিকার তাওবার তৌফিক দান করো। যে ইবাদত আদায় করা রয়ে গেছে, তা আদায় কারা সাহস দাও, যেই বান্দাদের হক ক্ষুন্ন হয়েছে, তাদের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করার সাহস জুগিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুই করতে পারো, তুমি তাদেরকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও। আমাকে ভবিষ্যত জীবনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর অটলতা দান করো। তোমার ভয় দ্বারা আমার অন্তরকে সমৃদ্ধ করো, কান্নাকারী চোখ এবং কম্পমান শরীর দান করো।

এরপর সেই জায়গা থেকে এই বিশ্বাসে উঠবে যে, রহীম ও করীম মালিক ও মওলা, তাওবা কবুল করেছেন। অতঃপর এক নতুন উদ্দোমে নতুন এবং পবিত্র জীবনের সূচনা করুন আর পূর্ববর্তি গুনাহের ক্ষতিপূরণে ব্যস্ত হয়ে যান।

তাবওয়ার কবুলিয়্যত সম্পর্কে কিভাবে জানা যাবে?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: এক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হলো: একব্যক্তি তাওবা করলো, তবে কি সে জানতে

পারবে যে, তার তাওবা কবুল হয়েছে কিনা? বললেন: এব্যাপারে হুকুম তো দেয়া যাবে না, তবে এর নিদর্শন রয়েছে, যদি নিজেকে পরবর্তিতে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং এটা দেখবে যে, অন্তরে খুশি অব্যাহত নেই আর **আল্লাহ পাকের** সামনে নেককার লোকেদের নিকটে থাকে, খারাপ লোকদের থেকে দূরে থাকে, সামান্য দুনিয়াকে অনেক মনে করে এবং আখিরাতের অনেক আমলকে সামান্য মনে করে, অন্তর সর্বদা **আল্লাহ পাকের** ফরয সমূহে লেগে থাকে, মুখের হিফাযত করে, সর্বদা চিন্তাভাবনা করে, যেই গুনাহ হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও রাগ এবং লজ্জিত হয় **(তবে বুঝে নাও যে, তাওবা কবুল হয়েছে)**। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৯ পৃষ্ঠা)

তাওবা করার পর কি করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যখন গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়, তখন তার উচিৎ, সর্বপ্রথম এই কাজটি করা যে, যেনো কোনভাবে গুনাহের পরিচয় অর্জন হয়ে যায়, যাতে ভবিষ্যতে কোন ধরনের গুনাহ সম্পন্ন হওয়া থেকে বাঁচতে পারে, এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব যেমন; ইহইয়াউল উলুম, মিনহাজুল আবেদিন, মুকাশাফাতুল কুলব এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল (১ম ও ২য় খন্ড) অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। অতঃপর এই গুনাহ সমূহ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং ঐসকল কাজ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও অধিকহারে নেকী করাতে ব্যস্ত হয়ে যান, কেননা নেকীর নূর দ্বারা গুনাহের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এরই প্রতি ইশারা করে ইরশাদ করেন: اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ গুনাহের পর নেকী করে নাও, তা একে মুছে দিবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/৯৬, নম্বর ২১৪৬০) অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: ঐ ব্যক্তির উদাহরণ হলো, যে পূর্বে

গুনাহে লিপ্ত ছিলো, অতঃপর নেক আমল করতে লাগলো, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার শরীরে টাইট বর্ম রয়েছে, যা তার গলা চেপে ধরেছে। অতঃপর সে একটি নেক আমল করলো তখন তার বর্মের একটি অংশ খুলে গেলো। অতঃপর আরেকটি নেক আমল করলো তখন আরেকটি অংশ খুলে গেলো (আর সে নেক আমল করতে লাগলো) একপর্যায়ে সেই টাইট বর্ম খুলে মাটিতে পরে গেলো। **(মু'জামু কবীর, ১৭/২৮৪, নম্বর ৭৮৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওবার উপর অটলতা কিভাবে পাবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবাদত করা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর অটলতা লাভ করা, সাধারনত দুস্কর মনে হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুস্কর ততক্ষণ পর্যন্ত মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেখা কোন ব্যক্তি তাতে অটলতা লাভকারী না হয়। অতএব! যদি আমরা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, তবে আমরা অধিকাংশ আশিকানে রাসূল এমনও দেখবো, যারা ৭২টি নেক আমলের উপর আমলকারী, মাদানী কাফেলার মুসাফির, মাদানী মুযাকারার আগ্রহী তাছাড়া সম্মিলিতভাবে ইবাদতের উপর অটলতা লাভকারী, এইসকল আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে আমরাও গুনাহ থেকে বাঁচতে সফল হয়ে যাবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد